দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বরিশালে গ্রামের স্কুলগুলো চলছে একজন শিক্ষক দিয়ে

□ বরিশাল অফিস

গ্রামে যেতে চাচ্ছেন না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ফলে শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুরা। কোন কোন স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণ শিক্ষক থাকলেও অনেক স্কুলে একজন শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে কার্যক্রম। শহরের স্কুলে ১৮ জন পর্যন্ত শিক্ষক থাকলেও গ্রামের বেশিরভাগ পদ থেকে যাচ্ছে শূন্য।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও এর আশপাশের এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক বেশি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের ম্যানেজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশিরভাগ শিক্ষকরাই থেকে যাচ্ছেন শহরে। উপজেলা শহরগুলোর অবস্থাও একই। উপজেলার গ্রাম পর্যায়ের স্কুলে শিক্ষক সংকট লেগেই থাকছে। শহরের স্কুলে পদ খালির কোন নজির নেই।

বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আছে মোট ৩৫০ জন। সেখানে শিক্ষক রয়েছেন ১১ জন। একই অবস্থা মহানগরীর স্কুলগুলোতেও। বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ১৮ জন। অথচ একই উপজেলার কবাই ইউনিয়নের খোদারবক্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক মাত্র একজন। মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার গাওরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে একজন শিক্ষক দিয়ে।

এছাড়া পরিচ্ছের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫টি শিক্ষক পদের ৩টিই শূন্য। চুনারচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩শ' শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক ২ জন। একই অবস্থা চর মহিষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়নের গঙ্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬শ' শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৪ জন শিক্ষক। গৌরবদী ইউনিয়নের সাওরা সৈয়দখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৫শ'। সেখানে প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৩ জন। ধুলখোলা ইউনিয়নের বাথুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ২ জন শিক্ষক পাঠদান করাচ্ছেন।

মুলাদী উপজেলার কুতুবপুর একে স্মৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে রয়েছে একজন শিক্ষক। ছবিপুর ইউনিয়নের উত্তর বালিয়াগুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ২ জন। শুধু বরিশালই নয় বিভাগের সব জেলা উপজেলার পরিস্থিতি একই।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি হিজলা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও বিএল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুবকর সিদ্দিক লাবলু জানান, শহরমুখী হবার কারণে গ্রামের শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। তবে পুরুষ শিক্ষকদের চেয়ে মহিলা শিক্ষকরা বেশি শহরমুখী হবার সুযোগ পাচ্ছেন।

বাকেরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি আবুল বাশার জানান, ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে সমন্বয় করতে হবে। গ্রামের স্কুলে এখন কেউ থাকতে চায় না। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাদের উৎকোচের কারণেও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। রয়েছে রাজনৈতিক চাপও। একই কথা বলেন বরিশাল সদর উপজেলা শাখার সম্পাদক অহিরুল ইসলাম জাফর। মুলাদী শাখার সভাপতি নোমেন পারভেজ বলেন, শহরের স্কুলে পদের চেয়ে বেশি শিক্ষক আর গ্রামের স্কুলে পদ পূরণ হয় না কোন সময়ই।

এ ব্যাপারে বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাহে আলম জানান, আমরাও চাই গ্রামের স্কুলে শিক্ষক রাখতে। তবে ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণের সময় থেকেই গ্রামের স্কুলে পদ কম। সরকার টার্গেট নিয়েছে ৪০ জনের বিপরীতে একজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার। বরিশাল জেলায় সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে বিদ্যালয় আছে ১৫১৫টি। তবে এ জেলায় এখন শূন্য পদের সংখ্যা ২শ'টি।

সরকার টার্গেট নিয়েছে ৪০ জনের বিপরীতে একজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার। বরিশাল জেলায় সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে বিদ্যালয় আছে ১৫১৫টি। তবে এ জেলায় এখন শূন্য পদের সংখ্যা ২শ'টি